ফিকহুল জিহাদ: ০১- উম্মাহর প্রতিটি নারী পুরুষের উপর জিহাদ ফরয

আমাদের সামর্থ্য নেই তাই জিহাদ ফরয নয় -এ উজরটা সমাজে ব্যাপক। বরং বলতে গেলে উলামা তুলাবাদের মাঝে এ সংশয়টা বেশি। এ বিষয়ে আগেও কিছু কথাবার্তা হয়েছিল। কয়েক পর্বে ইনশাআল্লাহ আবারও কিছু বলার চেষ্টা করবো।

***

০১- উম্মাহর প্রতিটি নারী পুরুষের উপর জিহাদ ফরয

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (41)

হালকা ভারী সর্বাবস্থায় (জিহাদে) বেরিয়ে পড় এবং নিজেদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর।

এটিই তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা জান। -তাওবা: ৪১

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ. -مسند أحمد: 12246، سنن أبي داود: 2504؛ قال المحققون إسناده صحيح. اهـ

তোমরা নিজেদের জান, মাল ও যবান দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর। -মুসনাদে আহমাদ: ১২২৪৬, সুনানে আবু দাউদ: ২৫০৬

অতএব, জান-মাল-যবান সবগুলো দিয়ে জিহাদ করা ফরয।

তবে আল্লাহ তাআলার নীতি হলো, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا - সামর্থ্যের অধিক দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা কাউকে দেন না। অতএব, যে যতটুকুতে অক্ষম ততটুকু মাফ।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ[الفتح: 17]

(যুদ্ধ না করাতে) অন্ধ ব্যক্তির কোনো গুনাহ নেই, খোঁড়া ব্যক্তিরও গুনাহ নেই এবং রুগ্ন ব্যক্তিরও কোনো গুনাহ নেই। -সূরা ফাতহ: ১৭

অন্ধ, খোঁড়া ও রুগ্ন ব্যক্তি যারা সরাসরি অস্ত্র হাতে ময়দানে গিয়ে যুদ্ধ করতে সক্ষম নয় আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। তবে যতটুকু তারা করতে সক্ষম ততটুকু করতে হবে। ততটুকুতে মাফ নেই।

যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন,

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (91) [التوبة: 91]

দুর্বল লোকদের (যুদ্ধে না যাওয়াতে) কোনো গুনাহ নেই এবং রুগ্ন ও সেই সকল লোকদেরও গুনাহ নেই, যাদের

কাছে খরচ করার মতো কিছু নেই; যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী হয়। মুহসিন ও সৎলোকদের সম্পর্কে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। -সূরা তাওবা: ৯১

যাদের জান মাল কোনোটার সামর্থ্যই নেই তাদেরও মুক্তি নেই। তারা মুক্তি পাবে এ শর্তে- যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী হয়।

ইমাম জাসসাস রহ. (৩৭০ হি.) বলেন,

ومن كان عاجزا بنفسه معدما فعليه الجهاد بالنصح لله ولرسوله
-أحكام القرآن للجصاص: 3\151

যে শারীরিক দিক থেকেও অক্ষম এবং তার মালও নেই, তার জন্য 'আন-নুসহু লিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি'-'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামিতা'র মাধ্যমে জিহাদে শরীক হওয়া আবশ্যক। -আহকামুল কুরআন: ৩/১৫১

আরও বলেন,

وكان عذر هؤلاء ومدحهم بشريطة النصح لله ورسوله... ومن النصح لله تعالى حث المسلمين على الجهاد وترغيبهم فيه والسعي في إصلاح ذات بينهم ونحوه مما يعود بالنفع على الدين، ويكون مع ذلك مخلصا لعمله من الغش; لأن ذلك هو النصح، ومنه التوبة النصوح. أحكام القرآن للجصاص ط - العلمية: 3/ 186

আল্লাহ তাআলা মা'জুরদের উজর কবুল করেছেন এবং তাদের প্রশংসা করেছেন এ শর্তে যে, তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের কল্যাণকামী হতে হবে। ... যেমন অন্যান্য মুসলিমদেরকে জিহাদে উৎসাহ দেয়া ও উদ্বুদ্ধ করা। তাদের পরস্পরের বিবাদ মিমাংসা করে দেয়া। এছাড়াও এজাতীয় অন্যান্য কাজ যেগুলোর দ্বারা দ্বীনের উপকার হয়। পাশপাশি এসকল কাজে তাদেরকে মুখলিস হতে হবে। ধোঁকা, প্রতারণা ও মতলববাজি থেকে মুক্ত হতে হবে। কেননা, কল্যাণকামীতা এরই নাম ...। -আহকামুল কুরআন: ৩/১৮৬

আরও বলেন,

فلم يخل من أسقط عنه فرض الجهاد بنفسه وماله للعجز والعدم من إيجاب فرضه بالنصح لله ورسوله فليس أحد من المكلفين إلا وعليه فرض الجهاد على مراتبه التي وصفنا. -أحكام القرآن للجصاص: 3\148

শারীরিক অক্ষমতা ও সম্পদহীনতার কারণে আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করার ফরজ দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দিয়েছেন, তারাও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি কল্যাণকামিতার মাধ্যমে জিহাদ করার ফরজ দায়িত্ব থেকে মুক্ত নয়। অতএব, প্রত্যেক আকেল বালেগ ব্যক্তির উপরই কোনো না কোনো স্তরে জিহাদের ফরজ দায়িত্ব রয়েছে, যেমনটি আমরা বর্ণনা করেছি। –আহকামুল কুরআন: ৩/১৪৮

বুঝা গেল, উম্মাহর প্রতিটি নারী পুরুষ জিহাদের জন্য আদিষ্ট। জান, মাল, যবান সব দিয়ে। যে যতটুকুতে অক্ষম ততটুকু মাফ। সামর্থ্য যতটুকু আছে করতে হবে। এমনকি অন্ধ, খোঁড়া, প্যারালাইসিস কেউই মাফ পাবে না। মাল থাকলে মাল দেবে। অস্ত্র হাতে নেয়ার শক্তি থাকলে অস্ত্র

হাতে নিতে হবে। কোনো কিছু না পারলে অন্তত অন্য সক্ষম মুসলিমদের উৎসাহ হলেও দিতে হবে। মুজাহিদদের পরিবার পরিজনের দেখাশুনা হলেও করতে হবে।

যেমনটা হাদিসে এসেছে,

من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا.

যে ব্যক্তি (জিহাদের সরঞ্জাম ও খরচাদি সরবরাহ করে) আল্লাহর রাস্তার কোন মুজাহিদকে (জিহাদের জন্য) প্রস্তুত করে দিল, সেও জিহাদ করল। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তার কোন মুজাহিদের অনুপস্থিতিতে উত্তমভাবে তার পরিবারের দেখাশুনা করল, সেও জিহাদ করল। -বুখারি: ২৬৮৮

***

একটি সংশয় ও জওয়াব

ফিকহের সব কিতাবেই যে কথাটি আছে; **যেমন কুদুরিতে বলা হয়েছে,**

ولا يجب الجهاد على صبي ولا عبد ولا امرأة ولا أعمى ولا مقعد ولا أقطع. -مختصر القدوري (ص: 231)

নাবালেগ, গোলাম, মহিলা, অন্ধ, পঙ্গু ও হাত নেই ব্যক্তির উপর জিহাদ ফরয নয়। -মুখতাসারুল কুদুরি: **২৩১**

এ কথার কি অর্থ?

উত্তর: এখানে জিহাদ দ্বারা ময়দানের লড়াই উদ্দেশ্য। আগে পড়ে দেখলেই বিষয়টি পরিষ্কার। নাবালেগ তো মুকাল্লাফই না। আর বাকিদের উপর ময়দানের লড়াই ফরয নয়। তবে অন্যান্য দায়িত্ব যার যতটুকু সামর্থ্য আছে আদায় করতে হবে। এ ব্যাপারে আনওয়ার আওলাকি রহ. এর **‘জিহাদে অংশগ্রহণের ৪৪টি উপায়’** দেখা যেতে পারে।

***

ফিকহুল জিহাদ: ০২- কুফরের শক্তি চূর্ণ হওয়া পর্যন্ত জিহাদ ফরয

গত পর্বে আলোচনা করেছিলাম যে, প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর কোনো না কোনো স্তরে জিহাদ ফরয। কেউ এ দায়িত্ব থেকে মুক্ত নয়। এখন প্রশ্ন হলো, **এ ফরয বহাল থাকবে কতদিন?**

সহজে বললে এ ফরয বহাল থাকবে আজীবন। যতদিন আপনি জীবিত থাকবেন এ ফরয আদায় করে যেতে হবে। এভাবেই চলবে কেয়ামত পর্যন্ত। কারণ, যতদিন কুফরের শক্তি থাকবে ততদিন তা চূর্ণ করে ইসলাম বিজয়ী করার জন্য আপনাকে জিহাদ করে যেতে হবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

তোমরা তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করতে থাক, যতক্ষণ না (যাবতীয়) ফিতনার (চূড়ান্ত) অবসান হয় এবং আল্লাহর (যমিনে

আল্লাহর দেয়া) জীবনব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গরূপে ক্ষমতাসীন হয়। -
আনফাল: ৩৯

ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮হি.) বলেন,

فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. اهـ

অতএব, যদি জীবনব্যবস্থার কিছু অংশ আল্লাহর হয় আর কিছু অংশ গাইরুল্লাহর হয়, তাহলে কিতাল ফরয- যাবৎ না আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গরূপে ক্ষমতাসীন হয়। - মাজমুউল ফাতাওয়া ২৮/৫১১

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন,

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অত:পর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা করো এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের

জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাক। তবে তারা যদি তাওবা করে – মুসলমান হয়ে যায় – এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। –তাওবা: ৫

আরো ইরশাদ করেন,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“তোমরা কিতাল কর আহলে কিতাবের সেসব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তার রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম করে না এবং সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে।” –তাওবা: ২৯

ইমাম জাসসাস রহ. (৩৭০ হি.) বলেন:

فتضمنت الآيتان وجوب القتال للكفار حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية.اهـ

এ দুই আয়াত বুঝাচ্ছে, কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতাল চালিয়ে

যাওয়া ফরয, যতক্ষণ না তারা হয়তো মুসলমান হয়ে যায়, নতুবা জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়। -আহকামুল কুরআন: ৩/৫২১

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة

আমি ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা এই স্বাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এবং

নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। -সহীহ বুখারি: ২৫

অতএব, যতদিন পৃথিবীর বুকে কুফরের দাপট থাকবে ততদিন জিহাদ ফরয। হয় মুসলমান হবে নয়তো জিযিয়া দিয়ে নত হয়ে মুসলিমদের অধীনে বসবাস করবে। তৃতীয় কোনো পথ নেই। আর স্পষ্ট যে, কেয়ামত অবধি কুফরের এ শক্তি

কোথাও না কোথাও থেকেই যাবে। এটিই আল্লাহ তাআলার ফায়সালা। তাই জিহাদও ফরয থেকে যাবে। কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

الجهادُ ماضٍ منذُ بعثني اللهُ إلى أن يقاتلَ آخِرُ أُمتي الدجالَ، لا يبطِلُه جَوْر جائرٍ، ولا عَدل عادلٍ. -سنن أبي داود: 2532، قال المحققون: حسن لغيره. اهـ

যখন থেকে আমাকে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন তখন থেকে নিয়ে আমার উম্মতের শেষ অংশ দাজ্জালের বিরুদ্ধে কিতাল করা পর্যন্ত জিহাদ চলতে থাকবে। কোনো জালেমের জুলুম বা কোনো ইনসাফগারের ইনসাফ তা বাতিল করতে পারবে না। -সুনানে আবু দাউদ: ২৫৩২

অন্য হাদিসে ইরশাদ করেন,

لا تزال عصابة من أمتى يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك

আমার উম্মতের একটা দল কেয়ামত পর্যন্ত কিতাল করতে

থাকবে। তারা থাকবে আল্লাহর আদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের শত্রুদের উপর হবে প্রতাপশালী। তাদের বিরোধীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কেয়ামত অবধি তারা এ অবস্থার উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। –সহীহ মুসলিম: ৫০৬৬

অতএব, জিহাদের দায়িত্ব শেষ- এমন ভাবার কোনো সুযোগ কোনো মুমিনের নেই মৃত্যু অবধি।

ফিকহুল জিহাদ: ০৩- ফরয আদায়ে ই’দাদ

গত দুই পর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, যতক্ষণ পৃথিবীতে কুফরের দাপট থাকবে ততক্ষণ জিহাদ ফরয। কুফরের প্রতাপ চূর্ণ করে সারা বিশ্বে তাওহিদের পতাকা উড্ডীন করা পর্যন্ত এ ফরয থেকে যাবে। সহজে বলতে গেলে বর্তমান পৃথিবীতে যতগুলো কুফরি ও তাগুতি রাষ্ট্র আছে সবগুলোকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে খেলাফতে ইসলামিয়া কায়েম করা পর্যন্ত জিহাদ ফরয।

যদি আমরা হিন্দুস্তান নিয়ে কথা বলি আমাদের সামনে মুরতাদ

রাষ্ট্র আছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও মালদ্বীপ। কাফের রাষ্ট্র আছে ভারত, নেপাল, বার্মা, ভুটান, শ্রীলংকা। এ সবগুলো বিজয় হয়ে ইসলামী খেলাফত কায়েম হতে হবে। যদি আরও একটু আগে বাড়ি তাহলে আছে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাই, ফিলিপাইন। আছে চীন, জাপান, থাইল্যান্ড, কোরিয়া ইত্যাদি। এগুলো বিজয় হয়ে ইসলামি খেলাফত কায়েম হতে হবে। এভাবে মাশরিক থেকে মাগরিব, শিমাল থেকে জুনুব পৃথিবীর প্রতিটি ইঞ্চিতে আল্লাহর দ্বীন কায়েম হতে হবে। প্রচলিত ভাষায় বললে তালেবানি শাসন কায়েম হতে হবে। এর আগ পর্যন্ত জিহাদ ফরয।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি সকল দ্বীনের উপর তা বিজয়ী করে দেন; যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। -সফ: ৯

হয়তো আপনার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে, এটাও কি সম্ভব? পৃথিবীর প্রতিটি পরাশক্তি, প্রতিটি সুপার পাওয়ার, প্রতিটি

ক্ষমতাধর রাষ্ট্র যাদের দম্ভে আজ দুনিয়া কম্পমান- এরা সবাই মুসলিমদের হাতে পরাজিত হবে? সবার শক্তি-দাপট চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ইসলামী খেলাফত কায়েম হবে? এটাও কি সম্ভব?

হাঁ, এটাও সম্ভব। আল্লাহর শক্তির সামনে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সুসংবাদই উম্মতকে দিয়ে গেছেন।

ইরশাদ করেন,

لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ، وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ، بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ ذُلِّ ذَلِيلٍ، إِمَّا يُعِزُّهُمُ اللهُ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا، أَوْ يُذِلُّهُمْ فَيَدِينُونَ لَهَا. -مسند أحمد: 23814، قال المحققون: إسناده صحيح. اهـ

দুনিয়ার বুকে প্রতিটি জনপদের প্রতিটি ঘরে ঘরে আল্লাহ তাআলা ইসলামের কালিমা প্রবেশ করাবেন। যাকে চান ইজ্জতের সাথে, যাকে চান লাঞ্ছিত করে। হয়তো ইসলামের অনুসারি বানিয়ে তাদের সম্মানীত করবেন; নয়তো (হত্যা, বন্দী ও জিযিয়ার মাধ্যমে) অপদস্ত করবেন, ফলে তারা ইসলামের (শাসনের) অধীনস্ততা গ্রহণে বাধ্য হবে। -মুসনাদে আহমাদ: ২৩৮১৪

আরও ইরশাদ করেন,

لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَتْرُكُ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ هَذَا الدِّينَ، بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، عِزًّا يُعِزُّ اللهُ بِهِ الْإِسْلَامَ، وَذُلًّا يُذِلُّ اللهُ بِهِ الْكُفْرَ. -مسند أحمد: 16957، قال المحققون: إسناده صحيح على شرط مسلم. اهـ

যতখানে রাত্র দিন আসে, এ দ্বীন অবশ্যই অবশ্যই সেখানে পৌঁছবে। প্রতিটি জনপদের প্রতিটি ঘরে ঘরে আল্লাহ তাআলা এ দ্বীন প্রবেশ করাবেন। যাকে চান ইজ্জতের সাথে, যাকে চান লাঞ্ছিত করে। যে ইজ্জতের মাধ্যমে তিনি ইসলামকে সম্মানীত করবে। যে লাঞ্ছনার মাধ্যমে তিনি কুফরকে অপদস্ত করবেন।

-মুসনাদে আহমাদ: ১৬৯৫৭

অন্য হাদিসে এসেছে,

عن أبي هريرة، أن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- قال: ليس بيني وبينه نبيٌّ -يعني عيسى ابن مريم- وإنه نازلٌ ... فيُقاتِلُ الناسَ على الإسلامِ، فيدُقُ الصَّلِيبَ، ويقتُلُ الخِنزيرَ، ويضَعُ الجزيةَ، ويُهلِكُ اللهُ في زمانه المِلل كلَّها إلا الإسلامَ. -مسند أحمد: 9270، سنن أبي

داود: 4324، قال المحققون: حديث صحيح. اهـ

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার এবং তাঁর – অর্থাৎ ঈসা ইবনে মারয়াম আলাইহিস সালামের- মাঝখানে কোনো নবী নেই। আর অচিরেই তিনি যমিনে অবতরণ করবেন। ... অবতরণ করে ইসলাম গ্রহণের জন্য সকলের বিরুদ্ধে কিতাল করবেন। ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন। শুকর হত্যা করে ফেলবেন। জিযিয়ার বিধান উঠিয়ে দেবেন (ফলে মুসলমান না হলে হত্যা ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো রাস্তা থাকবে না)। তার যামানায় আল্লাহ তাআলা একমাত্র ইসলাম ব্যতীত সকল ধর্ম নিঃশেষ করে দেবেন। -মুসনাদে আহমাদ: ৯২৭০, সুনানে আবু দাউদ: ৪৩২৪

অতএব, প্রতিটি সুপার পাওয়ারের দম্ভ চূর্ণ করে ইসলামের কালিমা উড্ডীন করা আপনি আমার ফরয দায়িত্ব। এ টার্গেটে পৌঁছা পর্যন্ত উম্মাহর কোনো মুক্তি নেই।

***

এখন তাহলে প্রশ্ন, আমরা এ টার্গেটে কিভাবে পৌঁছতে পারি? আমরা তো দুর্বল।

এ প্রশ্নের জওয়াবই মূলত আজকের পর্বের উদ্দেশ্য।

***

মূলনীতি: ফরযের পূর্বশর্তগুলোও ফরয

উসূলে ফিকহের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হলো, যে কাজ ফরয তার পূর্বশর্তগুলোও ফরয।

ইমাম সারাখসি রহ. (৪৯০হি.) বলেন,

ما لا يتأتى إقامة الفرض إلا به يكون فرضا في نفسه. المبسوط للسرخسي (30/ 245)

যে জিনিস ছাড়া ফরয আদায় সম্ভব নয় সেটিও স্বয়ং ফরয। -মাবসূত: ৩০/২৪৫

ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮হি.) বলেন,

الأمر بالشيء أمر بلوازمه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

مجموع الفتاوى: 10/ 531

কোনো কাজের আদেশ দেয়া হলে তা সম্পাদনের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়গুলোরও আদেশ দেয়া হয়। আর যে জিনিস ব্যতীত ফরয আদায় সম্ভব নয় তাও ফরয। -মাজমুউল ফাতাওয়া: ১০/৫৩১

যেমন,

নামায ফরয। তাহারাত ও সতর ঢাকা ছাড়া নামায হয় না। তাই তাহারাত অর্জন করা এবং সতর ঢাকার ব্যবস্থা করাও ফরয।

ঋণ আদায় করা ফরয। অর্থ কড়ি না থাকলে ঋণ আদায়ের জন্য কামাই করা ফরয।

বিবি বাচ্চার নাফাকা তথা ভরণ পোষণ ফরয। ব্যবস্থা না থাকলে কামাই করা ফরয।

আত্মহত্যা হারাম। তাই জীবন বাঁচে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ ফরয। ব্যবস্থা না থাকলে কামাই করা ফরয।

এসব মাসআলা শরীয়তের স্বীকৃত মাসআলা। তাই কিতাবাদি ও আইম্মায়ে কেরামের উদ্ধৃতি দিতে যাচ্ছি না। তবে এ ব্যাপারে আপনারা চাইলে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর **‘কিতাবুল কাসব’** দেখতে পারেন। ইমাম সারাখসির শরাহসহ মাবসূতের ত্রিশ নং খণ্ডের শেষের দিকে তা সংযুক্ত আছে। শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ রহ. এর তাহকিকে তা আলাদাভাবেও ছেপেছে।

একটি সুন্দর উদাহরণ

ইমাম নাসাফি রহ. (৭১০হি.) তার ‘মানার’ কিতাবের শরাহ ‘কাশফুল আসরার’-এ (খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১১১) এর একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। মুনীব তার গোলামকে কোনো কাজে ছাদে উঠতে বলল। ছাদে তো মই ছাড়া উঠা সম্ভব না। মই লাগানো থাকলে তো ভাল, অন্যথায় মই লাগানো গোলামের দায়িত্ব। আগে মই লাগাবে তারপর ছাদে উঠবে।

জিহাদের জন্য ই’দাদ

যখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, জিহাদ একটি ফরয দায়িত্ব, যতদিন কুফর থাকবে ততদিন জিহাদ করতে থাকতে হবে: তখন আর এই উজরের কোনো হেতু নেই যে, আমরা দুর্বল। জিহাদ যখন ফরয তখন শক্তি অর্জনও ফরয। শক্তি ছাড়া তো আর জিহাদ করা যায় না। অতএব, উপরোক্ত মূলনীতি অনুযায়ী জিহাদের জন্য ই'দাদ করে শক্তি অর্জন করা ফরয। আল্লাহ তাআলা যে শব্দে নামায ফরয করেছেন একই শব্দে জিহাদ ফরয করেছেন। নামাযের জন্য যখন তাহারাত হাসিল করা ফরয, তখন জিহাদের জন্যও ই'দাদ করাও ফরয। অতএব, দুর্বলতার উজর গ্রহণযোগ্য নয়।

যাহোক, এ হলো মূলনীতির দাবি। বুঝানোর স্বার্থে এভাবে আলোচনায় আনা হল। নয়তো ই'দাদের আদেশ তো আল্লাহ তাআলা স্বতন্ত্রভাবে কুরআনে কারীমে দিয়েই রেখেছেন। এরপর আর দুর্বলতার বাহানা ধরে বসে থাকার কোনো সুযোগ নেই। তবে দুর্বলতার কারণে এতটুকু ছাড় পাওয়া যাবে যে, যতদিন প্রয়োজনীয় শক্তি হাসিল হচ্ছে না যুদ্ধ বিলম্ব করা

যাবে। এ ব্যাপারে আমরা ইনশাআল্লাহ সামনের পর্বে আলোচনা করবো।

ফিকহুল জিহাদ: ০৪- ই’দাদ এবং দু’টি সংশয় নিরসন

গত তিন পর্বে আমরা দেখলাম, জিহাদ ফরয এবং জিহাদের প্রয়োজনে ই’দাদও ফরয। এ পর্বে আমরা ইনশাআল্লাহ বিপরীতমুখী দু’টি সংশয় নিয়ে আলোচনা করবো। একটি সংশয় জিহাদবিমুখ ভাইদের আরকটি সংশয় জিহাদি ভাইদের।

সংশয় ০১: সামর্থ্য না থাকলে জিহাদ ফরয নয়, ই’দাদও ফরয নয়

এ সংশয়টি জিহাদবিমুখ ভাইদের।

আমরা দেখেছি দুনিয়াতে যতদিন কুফর থাকবে জিহাদ থাকবে। জিহাদের প্রয়োজনে ই'দাদ। প্রথমে ই'দাদ। সামর্থ্য অর্জন হলে জিহাদ। জিহাদবিমুখ ভাইয়েরা মনে করেন, জিহাদ ফরয বা ই'দাদ ফরয সবই ঠিক, কিন্তু যখন সামর্থ্য থাকবে। অন্যথায় নয়। আমাদের বর্তমানে শক্তি নেই। তাই জিহাদ বা ই'দাদ কোনোটাই ফরয নয়।

জিহাদ ফরযের জন্য সামর্থ্য শর্ত নয়

জিহাদবিমুখ ভাইয়েরা মনে করেছেন জিহাদ ফরয হওয়ার জন্য জিহাদ আদায়ের সামর্থ্য থাকা শর্ত। আসলে বিষয়টা এমন নয়। শরীয়তের কোনো কোনো ফরয এমন আছে যে, তা ফরয হওয়ার জন্য উক্ত ফরযটি আদায় করার সামর্থ্য থাকতে হয়। যেমন হজ। কুরআনে কারীমে হজ ফরয করা হয়েছে আদায়ের সামর্থ্য থাকার শর্তে – من استطاع إليه سبيلا । এ ধরনের ফরযের ক্ষেত্রে সামর্থ্য না থাকলে অর্জন করা ফরয নয়। যেমন যার অর্থ সম্পদ নেই, হজ আদায়ের জন্য তাকে অর্থ সম্পদ কামাই করতে হবে না। যেহেতু অর্থ সম্পদ না থাকলে হজ ফরযই নয়।

পক্ষান্তরে শরীয়তের কিছু ফরয আছে যেগুলো আদায়ের সামর্থ্য না থাকলেও ফরয। তাই সামর্থ্য না থাকলে ফরয আদায়ের জন্য সামর্থ্য অর্জন করা জরুরী। যেমন ঋণ, স্ত্রী সন্তানের ভরণ-পোষণ ইত্যাদি। জিহাদ ফরযটি এ দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত।

কাফেরদের সাথে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি প্রসঙ্গে ইমাম সারাখসী রহ. (৪৯০হি.) বলেন,

وإن قالوا للمسلمين: وادعونا على أن لا نقاتلكم ولا تقاتلونا- فليس ينبغي للمسلمين أن يعطوهم ذلك لقوله تعالى: {ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون} [آل عمران: 139] . ولأن الجهاد فرض، فإنما طلبوا الموادعة على أن تترك فريضة، ولا يجوز إجابتهم إلى مثل هذه الموادعة، كما لو طلبوا الموادعة على أن لا يصلوا ولا يصوموا، إلا أن يكون لهم شوكة شديدة لا يقوى عليهم المسلمون، فحينئذ لا بأس بأن يوادعهم إلى أن يظهر للمسلمين قوة ثم ينبذ إليهم ... وهو بمنزلة إنظار المعسر إلى الميسرة، كما قال الله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] .

شرح السير الكبير ص: 190-

কাফেররা যদি প্রস্তাব দেয় ‘চল আমরা চুক্তি করে নিই যে,

আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়বো না, তোমরাও আমাদের বিরুদ্ধে লড়বে না' তাহলে এ প্রস্তাবে সাড়া দেয়া মুসলমানদের অনুচিত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'তোমরা হীনমন্য হয়ো না চিন্তিতও হয়ো না। তোমরাই বিজয়ী হবে'। -আলে ইমরান ১৩৯

তাছাড়া কথা হলো, জিহাদ ফরয। তারা একটি ফরয ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব করছে। এ ধরনের প্রস্তাবে সায় দেয়া জায়েয হবে না। যেমন জায়েয হতো না যদি তারা এ শর্তে চুক্তির প্রস্তাব দিতো যে, মুসলিমরা নামায-রোযা করতে পারবে না। হাঁ, কাফেররা যদি এত শক্তির অধিকারী হয় যে, মুসলমানরা তাদের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারবে না, তাহলে চুক্তি করতে সমস্যা নেই। পরে যখন মুসলিমদের শক্তি অর্জিত হবে চুক্তি রহিত করে দেবে (এবং কিতাল করবে)। ... এ অপশনটি মূলত ঋণ আদায়ে অপারগ ব্যক্তিকে সামর্থ্য অর্জন হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দেয়ার অনুরূপ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'দেনাদার অস্বচ্ছল হলে স্বচ্ছলতা লাভ পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিতে হবে'। -বাকারা: ২৮০ (শরহুস সিয়ারিল কাবির: ১৯০)

বুঝা গেল, জিহাদ ঋণের মতো। সামর্থ্য না থাকার সময়ও

ঋণের মতো তা ফরয।

ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮হি.) বিষয়টি আরও স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেন,

كَمَا يَجِبُ عَلَى الْمُعْسِرِ السَّعْيُ فِي وَفَاءِ دَيْنِهِ وَإِنْ كَانَ فِي الْحَالِ لَا يُطْلَبُ مِنْهُ إلَّا مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَكَمَا يَجِبُ الِاسْتِعْدَادُ لِلْجِهَادِ بِإِعْدَادِ الْقُوَّةِ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ فِي وَقْتِ سُقُوطِهِ لِلْعَجْزِ فَإِنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ بِخِلَافِ الِاسْتِطَاعَةِ فِي الْحَجِّ وَنَحْوِهَا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ تَحْصِيلُهَا لِأَنَّ الْوُجُوبَ هُنَا لَا يَتِمُّ إلَّا بِهَا. - مجموع الفتاوى: 259 /28

যেমনিভাবে অভাবী ঋণগ্রস্তের জন্য ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করা ফরয, যদিও নগদে তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত পরিশোধের নির্দেশ দেয়া হবে না। এবং যেমন সামর্থ্য না থাকার সময়ে যখন (এ মূহুর্তে) জিহাদ করা ফরয থাকে না, তখন শক্তি অর্জন ও পালিত ঘোড়া প্রস্তুত করার মাধ্যমে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা ফরয। কারণ যে জিনিস ব্যতীত ফরয আদায় করা যায় না, তাও ফরয। পক্ষান্তরে হজ ইত্যাদির সামর্থ্যের বিষয়টা এর ব্যতিক্রম। এখানে সামর্থ্য অর্জনের চেষ্টা করা ফরয নয়।

কারণ, এখানে সামর্থ্য ব্যতীত বিধানটি ফরযই হয় না। –
মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/২৫৯

বুঝা গেল, হজ ইত্যাদির মতো বিধান সামর্থ্য না থাকলে ফরযই হয় না। পক্ষান্তরে জিহাদের মতো বিধান সামর্থ্য না থাকলেও ফরয। উম্মাহর উপর তা ঋণ হয়ে থাকবে। সামর্থ্য অর্জন করে তা আদায় করতে হবে। সামর্থ্য নেই বাহানায় বসে থাকার সুযোগ নেই। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

***

ফিকহুল জিহাদ: ০৫- সংশয়: জিহাদ ফরযে আইন হলে যুদ্ধবিরতি চুক্তি জায়েয নেই

সংশয় ০২

এ সংশয়টি জিহাদি ভাইদের। এটি জিহাদবিমুখ ভাইদের ঠিক বিপরীত। এ সংশয়টিকে দু'টি পয়েন্টে ভাগ করতে পারি:

এক. জিহাদ ফরযে আইন হলে যুদ্ধবিরতি চুক্তি জায়েয নেই

দুই. জিহাদ ফরযে আইন হলে আসকারি ই’দাদ সর্বাবস্থায় সকলের জন্য আবশ্যক, কোনো মারহালায় বন্ধ রাখার কোনো সুযোগ নেই

***

সংশয়: এক. জিহাদ ফরযে আইন হলে যুদ্ধবিরতি চুক্তি জায়েয নেই

জিহাদবিমুখ পক্ষ ই’দাদ ফরয হওয়াকেই অস্বীকার করছে, ঠিক বিপরীতে অনেক জিহাদি ভাই সর্বাবস্থায় যুদ্ধ জারি রাখা ফরয ভাবছেন। প্রতিপক্ষের সাথে চুক্তি করে সাময়িকভাবে যুদ্ধ বন্ধ রাখাকে নাজায়েয ভাবছেন। তারা মনে করছেন, জিহাদ যখন ফরযে আইন তখন আর যুদ্ধ ব্যতীত কোনো পথ নেই। প্রতিপক্ষের সাথে চুক্তি করে যুদ্ধ বন্ধ রাখা নাজায়েয। কাফের পক্ষ যতদিন আমাদের ভূমি ছেড়ে যাচ্ছে না, ততদিন তাদের

সাথে চুক্তি জায়েয নেই। আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. আদদিফা আন আরাদিল মুসলিমিন কিতাবে এ ব্যাপারে কিছুটা আলোচনাও করেছেন। সেখান থেকেও কারো কারো সংশয়টা সৃষ্টি হতে পারে। ফলে তালেবান বা অন্য কোনো জিহাদি দল কাফের পক্ষের সাথে চুক্তি করলে তারা সেটাকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেন।

প্রথমে এখানে একটি কথা বুঝে নিতে হবে যে, যুদ্ধবিরতি চুক্তির অর্থ উভয় পক্ষ যুদ্ধ বন্ধ রাখবে। এমন না যে মুসলিম পক্ষ যুদ্ধ বন্ধ রাখবে আর কাফের পক্ষ আমাদের হত্যা করতে থাকবে। এ ধরনের চুক্তি তো জায়েয হওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। কোনো হকপন্থী জিহাদি দল তা করতেও পারে না। কাফেররা যখন আমাদের উপর হামলা করতে থাকবে তখন প্রতিরোধ করা আবশ্যক। তখন কোনো চুক্তি নেই। আগে কোনো চুক্তি থাকলে সে চুক্তি ভেঙে যাবে। আমরা যে চুক্তির কথা আলোচনা করতে যাচ্ছি তা হল, উভয় পক্ষ চুক্তি করে সাময়িক যুদ্ধ বন্ধ রাখছে বা কমিয়ে আনছে। এ ধরনের চুক্তির কি বিধান?

কোনো কোনো ভাইয়ের ধারণা, কাফেররা যতদিন মুসলিম ভূমিতে দখলদারিত্ব কায়েম রাখছে ততদিন তাদের সাথে কোনো ধরনের চুক্তি জায়েয নেই। যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া আবশ্যক। চুক্তি করলে নাজায়েয হবে।
আসলে এ ধারণা অনেকাংশে সঠিক হলেও সর্বাবস্থায় যে তা সহীহ তা নয়। চুক্তি করে সাময়িক জিহাদ বন্ধ রাখা জায়েয হওয়া না হওয়া নির্ভর করে চুক্তিটি মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর না'কি ক্ষতিকর?

এখানে এসে দু'টি ভাগ হবে:
ক. যদি মুসলিমদের যথাযথ শক্তি থাকে, কাফেরদের বিতাড়িত করার সামর্থ্য থাকে, তাহলে চুক্তি করে যুদ্ধ বন্ধ রাখা নাজায়েয। এতে মুসলমানদের কোনো কল্যাণ নেই। অহেতুক একটি ফরয আদায়ে বিলম্ব হচ্ছে। কাফেরদের দখলদারিত্ব দীর্ঘায়িত হচ্ছে। তা জায়েয হবে না।

খ. পক্ষান্তরে মুসলিমদের যদি সে পরিমাণ শক্তি না থাকে, যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার চেয়ে কিছুদিন যুদ্ধ বন্ধ রেখে ই'দাদ করে সামর্থ্য অর্জন করে নেয়াই ভাল মনে হয়, তাহলে সে চুক্তি জায়েয। এখানে সাময়িকভাবে যুদ্ধ বন্ধ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে

বন্ধ নেই। আমরা নতুন করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছি। সবকিছু গুছিয়ে আনতে আমাদের কিছু সময় দরকার। এরই স্বার্থে আমরা যুদ্ধ বন্ধ রাখছি। এ ধরনের চুক্তি জায়েয। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মক্কাবাসীর সাথে দশ বৎসর যুদ্ধ বন্ধ রাখার চুক্তি করেছেন।

এমনকি অবস্থা যদি বেগতিক হয় তাহলে আমরা কাফেরদেরকে কিছু অর্থ-কড়ি প্রদান করবো শর্তেও চুক্তি করা জায়েয। এটি মুসলিমদের জন্য নিতান্ত অপমানজনক হলেও নিরুপায় অবস্থায় তা করা জায়েয। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দকের যুদ্ধে মুশরিকদেরকে মদীনার খেজুরের এক তৃতীয়াংশ দেবেন শর্তে চুক্তি করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য সাহাবায়ে কেরাম এ ধরনের অপমানজনক চুক্তির চেয়ে মোকাবেলাকেই প্রাধান্য দিলেন। ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুক্তি বাদ দিলেন। তবে যেহেতু রাসূল নিজে চুক্তি করতে রাজি হয়েছিলেন, বুঝা গেল নিরুপায় অবস্থায় এ ধরনের চুক্তিও জায়েয।

মোল্লা আলী কারি রহ. (১০১৪হি.) বলেন,

ولو حاصر العدوّ المسلمين، وطلبوا الصلح بمالٍ يأخذونه من المسلمين، لا يفعل ذلك (الإمام)، لما فيه من إعطاء الدَّنيّة وإلحاق المذلة بالمسلمين، إلاّ إذا خاف الهلاك، لأن رفع الهلاك بأي طريق أمكن واجبٌ. وقد أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب أن يصرف الكفّار عن المسلمين بثلث ثمار المدينة كلَّ سنة. -فتح باب العناية: 6/ 84

শত্রুরা যদি মুসলিমদের অবরোধ করে মালের বিনিময়ে চুক্তির আহ্বান জানায় তাহলে ইমামুল মুসলিমিন এ ধরনের প্রস্তাবে সাড়া দেবেন না। কারণ, এটি মুসলিমদের জন্য অবমাননাকর। তবে যদি আশঙ্কা হয় যে, চুক্তি না করলে ধ্বংস হতে হবে, তাহলে সমস্যা নেই। কারণ, যেভাবেই সম্ভব ধ্বংসের হাত থেকে আত্মরক্ষা জরুরী। আর কেনোই বা নাজায়েয হবে অথচ স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহযাবের যুদ্ধে প্রতি বৎসর মদীনার এক তৃতীয়াংশ খেজুর প্রদানের শর্তে কাফেরদের অবরোধ হটাতে মনস্থির করেছিলেন। -ফাতহু বাবিল ইনায়া: ৬/৮৪

সংঘবদ্ধ মুরতাদ দলের সাথে চুক্তি প্রসঙ্গে ইমাম সারাখসি রহ. (৪৯০হি.) বলেন,

وإن طلب المرتدون ... الموادعة مدة لينظروا في أمورهم فلا بأس بذلك إن كان ذلك خيرا للمسلمين، ولم يكن للمسلمين بهم طاقة؛ لأنهم لما ارتدوا دخلت عليهم الشبهة، ويزول ذلك إذا نظروا في أمرهم، وقد بينا أن المرتد إذا طلب التأجيل يؤجل إلا أن هناك لا يزاد على ثلاثة أيام لتمكن المسلمين من قتله، وههنا لا طاقة بهم للمسلمين فلا بأس بأن يمهلوهم مقدار ما طلبوا من المدة لحفظ قوة أنفسهم ولعجزهم عن مقاومتهم، وإن كانوا يطيقونهم، وكان الحرب خيرا لهم من الموادعة حاربوهم؛ لأن القتال معهم فرض إلى أن يسلموا قال الله تعالى: {تقاتلونهم أو يسلمون} [الفتح: 16]، ولا يجوز تأخير إقامة الفرض مع التمكن من إقامته. -المبسوط للسرخسي (10/ 117)

মুরতাদরা যদি একটা সময় পর্যন্ত চুক্তি করে নেয়ার প্রস্তাব দেয় যাতে তারা আরও চিন্তা ভাবনা করে দেখতে পারে, তাহলে যদি চুক্তি মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর হয় এবং মুরতাদদের বশীভূত করার শক্তি তাদের না থাকে তাহলে চুক্তি করতে সমস্যা নেই। কেননা, তারা যখন মুরতাদ হয়ে গেছে তখন ইসলামের ব্যাপারে তাদের অবশ্যই কোনো সংশয় দেখা দিয়েছে। চিন্তাভাবনা করে দেখলে হয়তো সে সংশয় দূর হয়ে যাবে। আমরা আগে বলে এসেছি যে, মুরতাদ যদি সময় চায় তাহলে সময় দেয়া হবে। অবশ্য সেখানে তিন দিনের বেশি সময় দেয়া হবে না; যেহেতু আমরা তাকে হত্যা করতে সক্ষম। পক্ষান্তরে এখানে তাদের বশীভূত করার শক্তি মুসলিমদের

নেই। তাই তারা যে পরিমাণ সময় চেয়েছে সে পরিমাণ অবকাশ দিতে সমস্যা নেই। যাতে মুসলিমরা নিজেদের শক্তি সংরক্ষণ করতে পারে। অধিকন্তু যেহেতু তারা তাদের মোকাবেলা করতে এ মূহুর্তে অক্ষম। পক্ষান্তরে যদি তারা তাদের মোকাবেলা করার সামর্থ্য রাখে এবং চুক্তির চেয়ে যুদ্ধই অধিক উপকারী হয় তাহলে যুদ্ধই করতে হবে। কারণ, মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাওয়া ফরয। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়'। -সূরা ফাতহ: ১৬ আর সামর্থ্য থাকাবস্থায় কোনো ফরয কায়েমে বিলম্ব করা জায়েয নয়। -মাবসূত: ১০/১১৭

অর্থাৎ দারুল ইসলামের কোনো মুসলিম যদি মুরতাদ হয়ে যায় এবং তাকে কাজির দরবারে হাজির করা হয়, তাহলে তিন দিনের বেশি সময় দেয়া হবে না। এর মধ্যে মুসলমান হলে ভাল অন্যথায় হত্যা করে দেয়া হবে। কিন্তু গোটা একটা ভূখণ্ডই যদি মুরতাদ হয়ে যায়, সেখানে তারা দখলদারিত্ব কায়েম করে এবং তাদের ধরে হত্যা করার শক্তি মুসলিমদের না থাকে, তাহলে শক্তি অর্জন ও সুযোগ সন্ধানের জন্য

মুরতাদদের সাথে চুক্তি করে নেয়া জায়েয। স্বাভাবিক অবস্থায় যদিও মুরতাদকে তিন দিনের বেশি সময় দেয়া হবে না, কিন্তু যখন তারা সংঘবদ্ধ বাহিনিতে পরিণত হয়েছে, তাদের হত্যা করার সামর্থ্যও আমাদের নেই, তখন সামর্থ্য অর্জন ও ফুরসত পাওয়ার লক্ষ্যে চুক্তি করে নিতে সমস্যা নেই।

ইবনে নুজাইম রহ. (৯৭০হি.) বলেন,

وأطلق في جواز صلح المرتدين وهو مقيد بما إذا غلبوا على بلدة وصار دارهم دار الحرب وإلا فلا؛ لأن فيه تقرير المرتد على الردة وذلك لا يجوز. -البحر الرائق: 5/ 86

কানযুদদাকায়িক গ্রন্থকার মুরতাদদের সাথে চুক্তি বৈধ হওয়ার কথাটা নিঃশর্তভাবে উল্লেখ করলেও এটি মূলত ঐ হালতে প্রযোজ্য যখন তারা কোনো ভূখণ্ডে দখলদারিত্ব কায়েম করে এবং তাদের ভূখণ্ডটি দারুল হারবে পরিণত হয়। অন্যথায় জায়েয নয়। কেননা, তখন তো সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মুরতাদকে তার রিদ্দাহর উপর বহাল রাখা হচ্ছে। আর তা জায়েয নয়। -আলবাহরুর রায়িক: ৫/৮৬

খোলাসা কথা দাঁড়াচ্ছে, যখন আমরা এ মূহুর্তে কাফেরদের পরাভূত করতে পারছি না, তখন যদি যুদ্ধ বন্ধ রেখে এ সুযোগে ই’দাদ করে নেয়াই ভাল মনে হয়, তাহলে চুক্তি করা যাবে। এটি বাহিরের কাফেরের সাথে যেমন জায়েয, মুসলিম ভূমিতে দখলদার কাফেরের সাথেও জায়েয। যেমন আমরা মাবসূত ও বাহরের বক্তব্যে দেখেছি যে, মুরতাদরা দারুল ইসলামের একটা ভূখণ্ড দখল করে নেয়ার পরও মুনাসিব মনে হওয়ায় তাদের সাথে চুক্তি করা জায়েয হয়েছে। অথচ এখানে মুরতাদদের হত্যা করা এবং তাদের কবল থেকে দারুল ইসলাম উদ্ধার করা ফরয ছিল। তথাপিও মাসলাহাতের বিবেচনায় ই’দাদের স্বার্থে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি জায়েয হচ্ছে। আমেরিকার সাথে তালেবানের চুক্তিকে আমরা এ দৃষ্টিতেই বিবেচনা করি। তদ্রূপ কাবুল প্রশাসনের সাথে যদি তালেবানদের যুদ্ধ বিরতি চুক্তি হয় তাহলে এটাকেও আমরা ইনশাআল্লাহ এ দৃষ্টিতেই দেখবো। না জেনে না বুঝে আমরা অনর্থক মুজাহিদদের সমালোচনা করবো না। বিশেষত যারা চার দশক ধরে সুপার পাওয়ারদের সাথে লড়ে আসছেন। তাদের ময়দানের অবস্থা তারাই ভাল জানেন। রাজনৈতিক মারপ্যাঁচও আলহামদুলিল্লাহ তারা ভাল বুঝেন। এমনকি তালেবান নিজেরা স্পষ্ট বলেছেনও যে, এ সুযোগে তারা দ্রুত

অগ্রগতি করে নেবেন। তখন দূরে থেকে বিরূপ ধারণা পোষণ করা বড়ই গর্হিত কাজ হবে। অন্যান্য মুখলিস মুজাহিদদের বিষয়টাকেও আমরা ইনশাআল্লাহ এভাবেই দেখবো। ওয়াল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতাআলা আ'লাম।

***

ফিকহুল জিহাদ: ০৬- সংশয়: কোনো সময় আসকারি ই'দাদে বিরতি দেয়ার কোনো সুযোগ কারো জন্য নেই

সংশয় দুই

জিহাদ ফরযে আইন হলে আসকারি ই'দাদ সর্বাবস্থায় সকলের জন্য আবশ্যক, কোনো

অবস্থায় কারো জন্য বন্ধ রাখার কোনো সুযোগ নেই

এ সংশয়টিও জিহাদি ভাইদের। ইতোমধ্যে আলহামদুলিল্লাহ আমরা বুঝতে পারলাম, জিহাদ ফরয। জিহাদের প্রয়োজনে ই'দাদও ফরয। সামর্থ্য নেই বাহানায় বসে থাকার সুযোগ নেই। সামর্থ্য না থাকায় আপাতত জিহাদ বন্ধ রাখার সুযোগ আছে। তা এমনিতেই হোক বা প্রয়োজন পড়লে কাফের-মুরতাদদের সাথে চুক্তি করেই হোক। তবে ই'দাদ লাগবে। ই'দাদের ফরয থেকে মুক্তির কোনো পথ নেই।

যেকোনো যুদ্ধের জন্য বহুমুখী ই'দাদের প্রয়োজন। বিশেষ করে বর্তমান গোটা কুফরি ও তাগুতি বিশ্ব মুসলিমদের বিরুদ্ধে। সে তুলনায় মুজাহিদদের সংখ্যা এবং সামর্থ্য নিতান্তই কম। কাজেই প্রতিটি কদম হিসেব করে ফেলতে হবে। নয়তো অঙ্কুরেই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা যথেষ্ট। হিসেব নিকেশ না বুঝার কারণে আই এসের কি দশা আমরা নিজেরা স্বচক্ষেই

দেখেছি।

যেহেতু আমাদের সংখ্যা ও সামর্থ্য নিতান্তই কম তাই সরাসরি সংঘর্ষে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি এ মূহুর্তে আমাদের নেই। আমাদের এখন মাঠ প্রস্তুত করার মারহালা। এ এক দীর্ঘ মারহালা। জাতির অধঃপতন যেমন হয়েছে দীর্ঘ দিনে, ঘুরে দাঁড়াতেও সময় লাগবে। দাওয়াত ও তাহরিদ থেকে শুরু করে কিতাল পর্যন্ত অনেক মারহালা পার হয়ে আমাদের চূড়ান্ত লড়াইয়ে নামতে হবে। এটি দু'চার দিনের ব্যাপার নয়, দু'চার বছরেরও নয়।

এখন তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ালো, আমাদের কি কি মারহালা পার হতে হবে? এ মারহালাগুলোতে আমাদের কাজের ধরন কি হবে? এর জন্য সময় কত লাগবে?

সময়ের ব্যাপারে কথা সেটাই যেটা তালেবানরা তাদের আলোচনার ব্যাপারে বলেছেন। অনেকে জিজ্ঞেস করছেন যে,

তালেবানদের আলোচনা কখন শেষ হবে? তাঁরা উত্তর দিয়েছেন-

যুদ্ধ দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবৎ চলছে। আমাদের মূল বিষয় হলো, সমাধান ও ইসলামি শাসন কায়েম। এটাই মূল বিষয়। সময় কম বেশি কথা না। চল্লিশ বৎসরের আগুন এক দু দিনে নিভবে না। কাজেই সময় কত দিন লাগবে সেটা বিষয় না, সমাধান হচ্ছে কি'না সেটা বিষয়। এর জন্য দীর্ঘ সময় লাগতে পারে।

ই'দাদের ব্যাপারেও একই কথা: সময় কতদিন লাগছে সেটা বিষয় না, যে মারহালায় যতটুকু প্রস্তুতি পূর্ণ হওয়ার দরকার, হচ্ছে কি'না সেটাই মূল বিষয়।

যেহেতু আগের মারহালাগুলো পূর্ণ সম্পন্ন হওয়া ছাড়া আমরা কিতালের মারহালায় যেতে পারছি না, তাই সেগুলো সম্পন্ন করা আবশ্যক। আর প্রত্যেক মারহালার ই'দাদ তার ধরন অনুযায়ী। আবার সে মারহালায় সকল মুজাহিদ যে একই কাজ

করবে তাও না। একেক জনের একেক কাজ। যখন যেটা প্রয়োজন। যার জন্য যেটা মুনাসিব। যে ভাই যে কাজের উপযুক্ত। এভাবে মারহালাগুলো পার করতে হবে। এ হিসেবে কেউ হয়তো লেখালেখির কাজ করবেন। কেউ দাওয়াহর কাজ। কেউ মিডিয়ার কাজ। কেউ আসকারি ই’দাদ। এভাবে কাজ ভাগ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আসকারি ই’দাদ ছাড়া জিহাদ সম্ভব না এটাই বাস্তব। তবে সে মারহালায় পৌঁছতে যে ই’দাদগুলো লাগে সেগুলো আগে পূর্ণ করতে হবে। আজই যদি সবাই চাপাতি হাতে ময়দানে নেমে পড়ে তাহলে যে ফাতাহ হয়ে যাবে তা না। বর্তমান গ্লোবাল বিশ্বে এটা সম্ভব না। তাই হিসেব করে এগুতে হবে। কোনো কাজ আগে কোনো কাজ পরে। কোনো ভাইয়ের জন্য হয়তো এখন আসকারি ই’দাদ মুনাসিব। কোনো ভাইয়ের জন্য হয়তো ইলমি ই’দাদ মুনাসিব। যার জন্য যেটা মুনাসিব তানজিম সে হিসেবে ভাগ করে দায়িত্ব দিয়ে থাকে। আমাদের উচিৎ তানজিমের ফায়সালা মেনে আনুগত্যের সাথে কাজ করে যাওয়া।

হ্যাঁ, একটা সময় আসবে যখন মোটামুটি সকলকেই অস্ত্র ধরার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সে মারহালায় কেউ আসকারি ই’দাদ থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। তবে সে মারহালা আসার আগ পর্যন্ত

যে ভাইকে যে কাজ দেয়া হয় সেটা করার মাঝেই খায়র। এমন মনে করা ঠিক হবে না যে, জিহাদ ফরয তাহলে আমাকে কেন অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিতে দেয়া হচ্ছে না? আপনি যেটা করছেন সেটাও জিহাদের অংশ। ই’দাদের অংশ। এখন এ মারহালা আপনি পার হোন। সামনে যখন আপনাকে আসকারি ই’দাদের আদেশ দেয়া হবে তখন মনে প্রাণে করবেন।

অধিকন্তু স্বাভাবিক বডি ফিট রাখতে যে ধরনের শারীরিক প্রশিক্ষণ দরকার, যেগুলো মোটামুটি নজর এড়িয়ে করা যায়, সেগুলোতে তানজিম সব সময়ই উৎসাহ দিয়ে থাকে। বরং অনেক ক্ষেত্রে নিয়মও করে দেয়। সেগুলো করতে থাকুন। মনে রাখবেন জিহাদের কোনো মারহালাই কম গুরুত্বের নয়। আসকারি কাজ করতে দেয়া হচ্ছে না বাহানায় অন্য কাজে শিথিলতা করা ইখলাস পরিপন্থী; বরং নিফাকের আলামত। আল্লাহ আমাদের সহীহ বুঝ দান করুন।

ইশকাল

আপনি হয়তো বলবেন, সবার উপর একই সাথে সব ধরনের

ই’দাদ (যার মাঝে অস্ত্র চালনাও শামিল) আরোপ করলে সমস্যা কি?

উত্তর

সমস্যার কারণেই তো ভাগ করা হয়।

যেমন ধরুন কোনো একজন ভাই ভার্সিটিতে পড়েন। আবাসিক থাকেন। সব ধরনের ছাত্রই সেখানে থাকে। বিএনপি, জামাত, আওয়ামিলীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, তাবলীগ, নাস্তিক, মুরতাদ, ধর্মনিরপেক্ষ, মুসলিম, হিন্দু সব। কে দাড়ি রাখলো, কে নামায পড়লো, কে জিহাদি বই পড়লো সব কিছুর হিসাব হয়। এমন একটা পরিবেশে ভাইয়ের জন্য অস্ত্র চালনার ট্রেনিং নেয়া সহজ নয়। তাওহিদ ও জিহাদের মৌলিক বুঝটুকু হাসিল করা বা দাওয়াহ দেয়াও তো এখানে কঠিন। তাকে আমরা বলতে পারি না, বাঁচেন আর মরেন আপনাকে অস্ত্র চালনা শিখতেই হবে।

কিংবা ধরুন কোনো ভাই এমন একটা মাদ্রাসায়

পড়েন যেটা জিহাদ বিরোধী। ছাত্ররা কি করে না করে নিয়মিত তদারকি হয়। এখানে আমরা বলতে পারি না, বাঁচেন আর মরেন অস্ত্র চালনা আপনাকে শিখতেই হবে। আমরা তাকে নিশ্চিত রিস্কে ফেলে কাজ করতে বলবো না অবশ্যই।

এজন্য একেক কাজের জন্য একেকটা গ্রুপ বাছাই করে নেয়া হয়। যার জন্য যে কাজ মুনাসিব ও সহজ। নজরে এড়িয়ে যে কাজ যার জন্য করা সহজ সেটাই করতে দেয়া হয়। এভাবে আস্তে আস্তে এগুতো এগুতো একদিন পূর্ণতায় পৌঁছা যাবে। আজই সব করতে গেলে সোনার হাসের পেট কেটে সোনার ডিম বের করার পরিণতি দাঁড়াবে। মূলনীতি আছে,

مَنْ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ

এজন্য ভাইদের জন্য এবং জিহাদের জন্যও কল্যাণকর এটাই হবে যে, তানজিমের আনুগত্য করা। যাকে যে কাজের মুনাসিব মনে করে যে মারহালায় যে কাজ যতটুকু দেয়া হয় সন্তুষ্টচিত্তে তা করে যাওয়া। অবশ্য আপনার পরামর্শ আপনি পেশ করতে পারেন। আপনার মতামত জানাতে পারেন। আপনিও তো

তানজিমের একজন। আপনাদেরকে নিয়েই তো তানজিম। তবে আপনার মতামত গ্রহণ না হলে মন খারাপ করবেন না। মত দেয়া থেকে বিরতও হয়ে যাবেন না। আবার মন মতো কাজও করাও শুরু করে দেবেন না। আনুগত্য ছাড়া কখনও জিহাদের কাজ সফল হবে না। আর আপনার জিহাদও আনুগত্য ছাড়া কবুল হবে না। জিহাদ কবুল হওয়ার পাঁচ শর্তের একটা হলো আনুগত্য। আনুগত্যের বাহিরে চলে যাওয়ার কারণে উহুদের যুদ্ধে কি যে বিপদ নেমে এসেছিল তা থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিৎ। এজন্যই আল্লাহ তাআলা এ ঘটনাকে দীর্ঘ করে বয়ান করেছেন কুরআনে কারিমে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সহীহ বুঝ দান করুন। আমাদের সকলের সকল মেহনত-প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.